রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"


# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ২৫, ২০২১


**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**
**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ**

**প্রজ্ঞাপন**

ঢাকা, ০৯ কার্তিক, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৫ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২১.২৫১—দেশবরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ড. ইনামুল হক গত ১১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

২। ড. ইনামুল হক-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৩ কার্তিক ১৪২৮/১৯ অক্টোবর ২০২১ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব


**মূল্য** : টাকা ৪·০০

## মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ০৩ কার্তিক ১৪২৮ / ১৯ অক্টোবর ২০২১

দেশবরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ড. ইনামুল হক গত ১১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

ড. ইনামুল হক ১৯৪৩ সালে ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফেনী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় হতে মাধ্যমিক এবং নটরডেম কলেজ হতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে রসায়নে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি হতে রসায়নে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের অধিকারী ড. ইনামুল হক ১৯৬৫ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এ প্রভাষক হিসাবে যোগদান করে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি বুয়েটের রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান এবং ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এর ডিন হিসাবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে সুদীর্ঘ ৪৩ বছরের শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

শিক্ষকতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও ছিল ড. ইনামুল হকের দৃপ্ত পদচারণা। ছাত্রাবস্থায়'ই তিনি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। নটরডেম কলেজে অধ্যয়নকালে 'ভাড়াটে চাই' নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি প্রথম নাট্যাভিনয় শুরু করেন এবং পরবর্তীকালে মঞ্চনাটকেও নিয়মিত অভিনয় করেন। ড. ইনামুল হক দেশ ও জাতির কল্যাণে সকল আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসে বিভিন্ন আন্দোলনমুখী নাটকে অভিনয় করেন। একইসঙ্গে নাট্যচর্চাকে হাতিয়ার করে তিনি ১৯৭০ সালের অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ড. ইনামুল হক মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সৃজনীর ব্যানারে ট্রাকে ট্রাকে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে পথনাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে জনগণকে স্বাধীনতার স্বপক্ষে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি মঞ্চনাটকের পাশাপাশি টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রে অভিনয়েও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রথম প্রচারিত টেলিভিশন নাটকটি তিনি রচনা করেছিলেন। ড. ইনামুল হক একজন সফল নাট্যকার, নির্দেশক এবং সংগঠক হিসাবে অসংখ্য মানুষের হৃদয় জয় করেছেন। তাঁর রচিত ১৮টি নাটক বিভিন্ন নাট্যপত্রে, বিশেষ ম্যাগাজিন এবং বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে 'মুক্তিযুদ্ধ নাটক সমগ্র', 'বাংলা আমার বাংলা' 'নির্জন সৈকতে', 'গৃহবাসী', প্রভৃতি অন্যতম। শিল্পকলায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে ২০১২ সালে 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হয়।

ব্যক্তিগত জীবনে ড. ইনামুল হক ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, সদালাপী, বন্ধুবৎসল, মুক্তচিন্তা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী একজন উদারনৈতিক মানুষ। তাঁর মৃত্যুতে দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা ড. ইনামুল হকের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd